দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

001

01 JAN 1989

## একজন অকৃতকার্য ছাত্রের প্রশ্ন

আমি ৮৭ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি দেশের একটি বিখ্যাত সরকারী কলেজ থেকে। ফলাফল বেরুলে দেখা গেলো, ভূগোল বিষয়ে লেটার মার্কসহ মোট ৬০৪ নাম্বার (যদিও আমার আশা নুযায়ী কম) পেয়েও ইংরেজী বিষয়ে মাত্র এক (আর আধা নাম্বার হলেও হতো) নাম্বারের জন্য অকৃতকার্য হয়েছি। বোর্ড সমীপে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন জানালে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরবর্তী পরীক্ষার মাত্র ২/৩ মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষ জানান, আমার পূর্ববর্তী নম্বরই ঠিক। চরম হতাশা আর বেদনার মধ্যে মাত্র দু মাসের প্রস্তুতি নিয়ে ৮৮ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় আমি অংশ গ্রহণ করি উক্ত কলেজ থেকে। আবারও ৫৯৩ নম্বর পেয়ে আমি অকৃতকার্য হই ইংরেজী বিষয়েই। অথচ এবার আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি ইংরেজীতে আমি ফেল করতে পারি না।

কিন্তু কার কাছে রাখবো আমার এই চ্যালেঞ্জ? মানবিক শাখা থেকে প্রথম বিভাগের নম্বর পেয়েও কেন আমাকে ফেল করার দুঃসহ ভার বহন করতে হবে? কেন আমার জীবন থেকে খসে যাবে মহামূল্যবান দুটি বছর? কর্তৃপক্ষ এর জবাব দেবেন কি?

পারভেজ, ময়মনসিংহ।

## মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে পরীক্ষার ফি আদায় করা হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণ, তিনগুণ ফি আদায়ের নজীরও রয়েছে। এবছর ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিজ্ঞান শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৮০ টাকা এবং মানবিক শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৬৫ টাকা বোর্ড ফি ধার্য করেছেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বোর্ডের ফি ও কেন্দ্র ফিসহ ৬ মাসের আগাম ছাত্র বেতন আদায় করার কথা। সে হিসাবে পরীক্ষার ফি কোনক্রমেই ৫শ টাকার বেশি হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিনা বাসিদে এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এমন কি কয়েকটি বিদ্যালয়ে এক হাজার থেকে বারো শ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে বলে জানা যায়। দুই মাসের বাধ্যতামূলক কোচিং ক্লাস সেসন চার্জ এবং বিভিন্ন ফান্ড ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন চাঁদার নামে এই অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে। আর এ নেয়া হচ্ছে কোনরূপ রসিদ দেয়া ছাড়াই। এটা অনভিপ্রেত। এই এ ব্যাপারে আমরা বোর্ড কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুকান্ত সাহা
সরিষাবাড়ি টাউন
জামালপুর।